কো | রি | য়া

পালিয়ে বাঁচার পথ নেই

পাহাড়ি মেয়েরা যেমন জংলি ফুল খোঁপায় গুঁজে ফাগুনী বাতাসে হেলে দুলে চলে, তেমনি পাহাড়ি দেশ ফুলে ফুলে সজ্জিত হয়ে হাওয়ার দোলায় দুলছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এদেশের তরুণ, তরুণীরাও ঘুরে বেড়াচ্ছে হোটেল, রেস্তোরাঁ, পার্ক, সমুদ্র সৈকতে। এই গরমে এরা কত যে আনন্দে আছে তা ভাষায় বর্ণনা করার মতো নয়। অন্য দিকে আমরা যারা অবৈধ প্রবাসী এদেশে আছি, তাদের চোখে ঘুম নেই। কখন না জানি ধরা পড়ে দেশে ফিরে যেতে হয়! ২০০৩ সালে শুরু হওয়া ধরপাকড় এমন চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে পরিচিত অনেকেই ইমিগ্রেশনের হাতে ধরা পড়ে দেশে চলে গেছে। খুব বেশি দরকার না হলে কেউ ঘর থেকেও বাইরে যায় না। জিওগ্রাফি চ্যানেলে যেমন দেখি একপাল হরিণ ধাওয়া করে বাঘ যাকে পায় ধরে নিয়ে যায়, বাকিরা পালিয়ে বাঁচে। ঠিক এমনি অবস্থা আমাদের।

এরা লোক ধরতে আসে সাধারণ শ্রমিকের পোশাক পরে। কত রকম কৌশলে এরা লোক ধরছে তার দুচারটা শুনুন। এই ঘটনাটা কিংফু জেলার কালগুরীর এক কার্নিচার কারখানার। ইমিগ্রেশনের লোক ঢুকে ধরপাকড় শুরু করলে কয়েক জন ধরা পড়ল, বাকিরা পালিয়ে গেল। একজন দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়ে পা ভেঙে হাসপাতালে ভর্তি হলো। এরপর একই জেলায় হাগুলনির এক কারখানায় লোক ধরা শুরু হলে কিছু লোক পালালো রাস্তার দিকে, বাকিরা গেল পাহাড়ের উদ্দেশে। পাহাড়ে আগে থেকেই ওত পেতে ছিল ইমিগ্রেশনের লোকেরা। সবাই ধরা পড়ল। আর যারা রাস্তার দিকে গেল তারা পালিয়ে বেঁচে গেল। এরপর পাজু জেলার এক কারখানায় কোমাংথানে কাজ করত দুই ভাই এবং ভাগ্নে। ইমিগ্রেশনের লোক এসে হামলা করলে বড় ভাই ও বন্ধু ধরা পড়ল। মামা, ভাগ্নে পালিয়ে বেঁচে গেল। এক কারখানায় ইমিগ্রেশন এলে একজন পাহাড়ের দিকে পালাতে গেলো। তারা ঢিল ছুঁড়ে পা ভেঙে দিয়েছে। এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। আর একটি ঘটনাস্থ কিংফু এয়ার পোর্টের কাছে। সুনং স্টেশন। একই গ্রামের তিন জন হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে বাসায় রওনা হল। স্টেশনে আন্ডার গ্রাউন্ডের মুখে একজন ইমিগ্রেশন অফিসার পরিচয়পত্র দেখিয়ে পাসপোর্ট দেখতে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একজন দে দৌড়। ইমিগ্রেশন অফিসার তার দিকে ছুটে যেতেই অন্যজন আর এক দিকে পালালো। বাকি এক জনের ভিসা ছিল। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখলো। ঐ দিনের এই সুখটুকু তার কপালে সইলো না। দুদিন পরে ধরা পড়া বড় ভাইয়ের বন্ধুর পাসপোর্ট ও টিকিট দিতে গেলো। তার পাসপোর্ট পরীক্ষা করে দেখতে পেল যে, আদম বেপারী তাকে ছেলে আর একজনকে স্ত্রী বানিয়ে কোরিয়া এসেছিল। যাওয়ার সময় এয়ারপোর্টে স্ত্রী এবং ছেলে কোথায় জানতে চাইলে রিপোর্ট করেছে, হারিয়ে গেছে। হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে ভিসা থাকতেই দেশে যেতে হল। এমন ঘটনা প্রতিদিনই প্রায় ঘটছে। আমরা এখানে কি অবস্থায় আছি ভেবে দেখুন। বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতি অনুরোধ, আমাদের দেশেও তো অনেক কোরিয়ান কাজ করছে, ব্যবসা করছে- বিশেষ করে গার্মেন্টস বাইং হাউজের ব্যবসা তো সিংহভাগই এদের দখলে কাপড় পলিথিনের কাঁচামাল আরো অনেক কিছু কোরিয়া থেকে আমদানি হয়। লাখ লাখ ডলার আমাদের দেশ থেকে কোরিয়া যাচ্ছে। এসব অজুহাত দেখিয়েও তো আমাদের দেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় আলাপ আলোচনা করতে পারে। শুধু এটুকু আবেদন, আমাদের মতো খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য কিছু একটা করুন।

Md. Tajul Islam
kuck Dong, Guro Gu
Seoul-s-korea, H.P.0198012209

প্রবাসীদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ

বিশ্বের মানচিত্রে নানা স্থানে ছড়িয়ে আছেন প্রবাসী বাঙালি...। আমরা চাই তাদের কথা জানাতে। আপনি হয়তো নিজেও কখনো ভাবেননি একদিন দূর প্রবাসের অধিবাসী হবেন। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। প্রবাসের জীবনে আপনার প্রেম, ভালোবাসা, প্রত্যাশা, প্রাপ্তি, ঘৃণা, অভিমান, কষ্ট, যন্ত্রণা, হতাশা, সাফল্য এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত যেকোন অনুভূতি নিয়ে লিখে ফেলুন অসামান্য একটি গল্প...

সর্বোচ্চ শব্দসীমা **১০০০**

সেরা গল্পটি নিয়ে তৈরি হবে নাটক প্রচারিত হবে **চ্যানেল আই-এ**

নির্বাচিত **৫০টি গল্প** নিয়ে প্রকাশিত হবে **বিশেষ সংখ্যা**

আপনাদের লেখা নিয়েই তৈরি হবে সাপ্তাহিক ২০০০-এর **প্রচ্ছদ কাহিনী**

নির্বাচিত গল্পগুলো নিয়ে প্রকাশিত হবে একটি **বই**

গল্প পাঠানোর শেষ তারিখ **২০ সেপ্টেম্বর, ২০০৫**

লিখে ফেলুন **গল্প** আর পাঠিয়ে দিন নিচের **ঠিকানায়**

জীবনের গল্প / সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০ / ই-মেইল : info@shaptahik2000.com

জা | র্মা | নি

একটি অনুরোধ

জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। নুর্নবের্গ শহরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় অভিবাসন ও শরণার্থী দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী চলতি বছরের জুলাই মাসে মাত্র ২১৫০ জন ব্যক্তি জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে, যা গত জুন মাসের তুলনায় ৬ শতাংশ কম এবং গত বছরের একই সময়ের (জুলাই) তুলনায় ২৬ শতাংশ কম। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত সাত মাসে সর্বমোট ১৬৭১২ জন ব্যক্তি জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে যা ছিল গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২২.৬ শতাংশ কম। অবৈধ অনুপ্রবেশ ও রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমে যাবার কারণ সম্প্রতি অনুমোদনপ্রাপ্ত নতুন আশ্রয় আইন বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অটো শিলি জানান। এছাড়া যে সব দরিদ্র ও যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে ভাগ্যাহত লোকজন জার্মানিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে ছুটে আসে, সে সব দেশে জার্মানির বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন কর্মকান্ডের কারণে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা কমে গেছে বলেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান। তাছাড়া পুরাতন রাজনৈতিক আশ্রয় আইনের অপব্যবহার করে যে সব বিদেশী নাগরিক ভুয়া রাজনৈতিক গল্প ফেঁদে বা ভুয়া রাজনৈতিক নেতা সেজে জার্মানিতে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো, তা বন্ধ করতে ইতিমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে নতুন আশ্রয় আইন। এই আইনের ফলে শুধু তারাই বর্তমানে জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয় পান, যারা স্বদেশে প্রকৃতপক্ষেই রাজনৈতিক সমস্যার শিকার। দারিদ্র্যতা বা অর্থনৈতিক কারণে এদেশে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করার পর একজন বিদেশী নাগরিক এদেশে থাকার আপাতত উপায় হিসেবে মোক্ষম যে অস্ত্রটি ব্যবহার করে সেটি হচ্ছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা। নিজ দেশের গ্রাম, পাড়া বা মহল্লায় রাজনীতি করার ব্যর্থ পুরনো স্মৃতি হাতড়াতে গিয়ে এসময় অনেকেই হয়ে যায় রাজনৈতিক নেতা। আশ্রয় কর্তৃপক্ষের কাছে তখনি ফেঁদে বসে এক ভুয়া গল্প। পরবর্তীতে আশ্রয় প্রার্থনা মঞ্জুর হলে বা অন্য কোনো অবস্থায় এদেশে বসবাসের অনুমতি মিললেও পাতি নেতাদের এই ভুয়া গল্প প্রবাসীদের শুনতে হয় যুগ যুগ।

জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয়ের বিষয়টি সহজ নয়

জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয় মামলায় জিতে আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে স্বীকৃতি পাবার সম্ভাবনা এখনো সর্বনিম্ন কোঠায়। চলতি বছরের জুলাই মাসে সর্বমোট ৩৪ জন ব্যক্তির আশ্রয় আবেদন মঞ্জুর হয়েছে, যা ছিল মোট আশ্রয়প্রার্থীর মাত্র ০.৯ শতাংশ। অর্থাৎ এক শতাংশেরও কম। ৬০ শতাংশ ব্যক্তির আবেদন সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। বহিষ্কারের পথে প্রতিবন্ধকতা থাকায় প্রত্যাখ্যাত আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে ২১১ জন ভাগ্যবান ব্যক্তির বহিষ্কারাদেশ স্থগিত রাখা হয়েছে। ৩০ শতাংশ আশ্রয়প্রার্থী, জনপ্রিয় জার্মান দৈনিক ডি ভেল্ট-এর ভাষ্যমতে, 'অত্যন্ত সৌভাগ্যবান'। কারণ এসব আশ্রয়প্রার্থী রাজনৈতিক মামলায় ব্যর্থ হয়েও 'কোনো না কোনো ভাবে' এদেশে থাকার অনুমতিপত্র যোগাড় করে ফেলেছেন। জুলাই মাসে যে সব দেশের নাগরিকরা জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছে তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানে আছে সার্বিয়া ও মন্টেনেগরো। পরবর্তী স্থানে আছে যথাক্রমে তুরস্ক, ইরাক, রাশিয়া এবং ভিয়েতনাম। বাংলাদেশের আশ্রয়-প্রার্থী সম্পর্কে অফিসিয়াল কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি। তবে মাঝে মধ্যেই নতুন মুখ দেখা যায়। আশ্রয় আইন কড়াকড়ির ফলে জার্মানিতে আসতে ইচ্ছুক বাংলাদেশী আশ্রয়প্রার্থীদের ভীত হবার কোনো কারণ নেই। বাংলাদেশী প্রকৃত আশ্রয় সন্ধানীরা এদেশে একবার নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। 'কোনো না কোনো ভাবে' কিছু একটা হয়েও যেতে পারে। যে কোনো বাংলাদেশী এখানে যে কোনো সময় স্বাগতম। শুধু একটি অনুরোধ, শরণার্থী দপ্তরে বর্ণনা করা গল্পটি পরবর্তী জীবনে শুধু নিজের জন্য রেখে দিন।

মোঃ ইসমাইল হোসেন বাবু
Friedberger Anlage 3
60314 Frankfurt, Germany

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ

ত্রৈমাসিক
প্রজন্ম একাত্তর

দেশ প্রবাসের নবীন, প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

১টি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা।
বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।

যোগাযোগ :
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029, 191 02 Sollentuna, Sweden
Tel. & Fax : (+ 46)-(0)8-6231439
e-mail : delwar.h@spray.se

ঢাকা ব্যুরো :
3/3-B, Purana Paltan (1st Floor), Soleman Court,
Dhaka-1000, Bangladesh. Tel : 9565340, 8155271
Fax : 880-2-9140225 e-mail: probashiprokashona@yahoo.com

HALAL ONLINE SHOP Tukina Internaional FOOD

জাপান বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি
বিকাশের ধারায়

TUKINA INTERNATIONAL

হালাল ফুড বিশেষ মূল্যহ্রাস ঘোষণা করছে প্রকৃত বাংলাদেশী মাছ সর্বনিম্ন ৬৯০ ইয়েন, মাংস ৮০০ ইয়েন এছাড়া স্পাইস মিষ্টি চানাচুর মুড়িসহ সকল হালাল ফুড সামগ্রী মূল্য হ্রাস করছে।

টেলিফোন অথবা ফ্যাক্স অথবা অনলাইনে আমাদেরকে অর্ডার দিন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমরা তাকিউবিনের মাধ্যমে আপনার কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যসামগ্রী পৌঁছাব।

TUKINA INTERNATIONAL
3-36-30 Nakajujo
Yamaichi Mansion-102
Tel : 03-5993-2590
090-4624-6115, Fax - 03-3908-8588

www.tukina.com

কা | না | ডা

ইতিহাসের শেকড় সন্ধান

বাংলা বর্ণমালার বয়স কতো? সিদ্ধার্থ (বুদ্ধ) বাল্যকালে যে বাংলা লিপি অধ্যয়ন করেছিলেন তা বাংলা বিশ্বকোষে (১৩শ ভাগ, পৃ: ৬৫) সগৌরবে লিপিবদ্ধ আছে। বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলাভাষার ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অথচ বুদ্ধের বাংলা থেকে সিংহল (শ্রীলংকা) বিজয়ী বীর বিজয়সিংহের ইতিহাস সিংহল অবদান জাতকের ছবি অজন্তার চিত্রগৃহায় লিপিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও চর্যাপদের যুগে তা সংযোজন করা হয়নি। কিন্তু শ্রীলংকার বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থদ্বয় মহাবংশ ও দ্বীপবংশে প্রাচীন বাংলার দুর্লভ ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে আমি থাই ভাষা অধ্যয়ন করার সময় বাংলাভাষার সঙ্গে থাই ভাষার খুব মিল খুঁজে পেয়েছি। কারণ পালি ভাষাই শ্রীলংকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভাষাসমূহের অন্যতম প্রধান উৎস।

দ্বাদশ শতাব্দী থেকে শুরু হলো সাধক চর্যাকারগণের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস। যার দুর্নিবার জীবন্ত স্রোত হাজার বছরের সংকোচের জগদ্দল পাথর ভেঙে এলো আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারির উনিশশ' বায়ান্ন সাল। আজকের বাঙালি ঐতিহ্যমন্ডিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বাঙালি জাতি আবার নতুন সহস্রাব্দের আলোকে আবিষ্কার করবে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বৌদ্ধ চর্যাপদের প্রতিটি শব্দ ও তার গভীর মর্মার্থকে।

বৌদ্ধ পাল রাজত্বের পতনের যুগে এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানকালে অস্থির ঘটনা চাঞ্চল্যের দ্বারা চঞ্চল সেন বর্মণ রাষ্ট্রের প্রবল আধিপত্যের প্রেক্ষাপটে চর্যাপদের জন্ম আধুনিক গণতান্ত্রিক অধিকারের মেনিফেস্টো হিসেবে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, চর্যাপদের বৌদ্ধ কবি ও সাধকগণ বিপুল প্রজ্ঞা ও ক্ষুরধার বৌদ্ধদর্শন প্রয়োগ করে মনুষ্যত্বের উন্মেষ বিকাশে একেকটি কবিতা রচনা করতেন। এই 'বৌদ্ধ চর্যাপদ' ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে নেপালের রাজদরবারের পুঁথিশালায় প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সন্ধান করতে গিয়ে মহামহোপধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় উক্ত বৌদ্ধ চর্যাপদের মরমী সঙ্গীতগুলো আবিষ্কার করেন। কয়েক বছর আগে বিদূষী লেখিকা হাসনা জসিমউদ্দিন মওদুদ 'A Thousand years' History of the Ancient Bengali Literature' শীর্ষক একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করে ধন্য হয়েছেন। তিনি ভূটানের রাজদরবারের প্রজ্ঞাপারমিতা জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে চর্যাপদের দুর্লভ হস্তলিখিত পুঁথির ফটোকপি এবং চর্যাপদের বৌদ্ধ কবি ও সিদ্ধাচার্যগণের ছবিসহ আরো অনেক মূল্যবান সচিত্র তথ্য সংগ্রহ করে বিষয়বস্তুসমূহ সবিস্তারে ইংরেজি ভাষায় সম্পাদনা করেছেন। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, চর্যাপদগুলো নিয়ে যখন আমরা আলোচনায় বসি তখন সাধারণত একটা প্রশ্ন জাগে যে, বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন এ চর্যাপদগুলো নেপালে ও ভূটানে পাওয়া গেল কেন? আর চর্যাকারদের জীবনী গ্রন্থগুলোই বা তিব্বতি ভাষায় লেখা কেন?

দ্বাদশ শতকের পরবর্তী প্রায় সকল ধর্মমতের ওপর চর্যাপদের প্রভাব যথেষ্ট পড়েছে। বাংলার আউল, বাউল ও বৈষ্ণব পদাবলী হতে শুরু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গৌরব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত বৌদ্ধ চর্যাপদের ভাবে ব্যাপ্ত হয়ে আছে বলে অনেক মনীষী বিশ্বাস করেন। ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেবের মতে, 'আমরা দেখিয়াছি যে গীতগোবিন্দ বৌদ্ধগান দ্বারা প্রভাবিত। ... বৌদ্ধগানের শূন্যতা বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধা হইয়াছে। তুড্ডিন্ন রাগ ও ভণিতা একরূপই আছে। কাজেই আমরা বলতে পারি যে বৌদ্ধগণই যেমন একদিকে গজলের, অন্যদিকে বৈষ্ণব পদাবলীর মূল উৎস।'

চর্যাপদের (খ্রিষ্টীয় ৮ম থেকে ১২ শতাব্দী) সুর এবং ছন্দগুলোতে প্রাচীন বাঙালি সমাজের খন্ডচিত্র বিধৃত হয়ে আছে। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে তখনকার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পরিচালক স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম সাহেব বাংলাদেশে পাহাড়পুর বৌদ্ধমহাবিহারের পোড়ামাটির ফলক-চিত্রগুলোতে খুব সুন্দর শিল্প কাজ দেখে মুগ্ধ হলেন। তাতে ফুটে রয়েছে চর্যাপদে উল্লেখিত লোকায়ত বাংলার ছবি। পাহাড়পুর থেকে ৩০ মাইল দক্ষিণ পূর্বে রয়েছে আরেকটি অন্যতম বৌদ্ধ মহাবিদ্যালয়ের ঐতি-হাসিক স্থান মহাস্থানগড়। চর্যাপ-দের আরেক কবি ও সাধক বৌদ্ধভিক্ষু এই মহাবিহারে বাস করতেন এবং তখন এ অঞ্চলের নাম ছিল পুন্ড্রবর্ধন যা এক সময় প্রাচীন বাংলার রাজধানী ছিল। এখন মহাস্থানগড়ে এলে শোনা যাবে চর্যাপদের কবি ও সাধকদের করুণ দীর্ঘশ্বাসের মতো বাতাস প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে উত্তাল নদী করতোয়ার ওপর দিয়ে।

বিশ্বে যেসব উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তির তালিকা জাতিসংঘের UNESCOতে রয়েছে তার মধ্য পাহারপুরের মহাবিহার বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখ আছে। বাংলাদেশের শিল্প সুষমায় ভরা প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণশৈলী, এর বিশাল প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালে চোখে পড়ে পোড়ামাটির ফলকচিত্রে গৌতমবুদ্ধ বসে আছেন পদ্মাসনে ধর্মচক্র মুদ্রায়, তা দেখে মন আপনাতেই সশ্রদ্ধায় নমিত হয়ে আসে। বিশাল এলাকা জুড়ে এর অবস্থা, সারি সারি কক্ষ বৌদ্ধ সাধক ভিক্ষুকদের বাসস্থান। ইতিহাসের ধূসর পাতায় লুকিয়ে আছে বাংলাদেশের সবুজ ছবি। মানুষের কথা, সত্য, সুন্দর আর বৌদ্ধ চর্যাপদের ইতিকথা।

Sona Kanti Barua
501-3 Brimley Rd
Scarborough, ON M1M 3W2
Canada, Tel : 4162691020

প্যা | রি | স

ঘুরে এলাম দেখে এলাম

সম্প্রতি প্যারিসে ইউনেস্কোর আমন্ত্রণে পঞ্চমবারের মতো বিশ্ব ইউনেস্কো ক্লাবের সম্মেলনে এসে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশীর সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে গর্বিত মনে করছি। এখানে (প্যারিসে) বৈধ-অবৈধ প্রায় ১৫-২০ হাজার বাংলাদেশী বিশেষ করে হোটেল-রেস্টুরেন্টে কর্মরত রয়েছে। বৈধদের জন্য ফ্রান্সে কাজ পাওয়া তেমন কঠিন নয়। তবে অবৈধদের জন্য এবং ভাষা না জানা বাংলাদেশীদের জন্য কাজ পাওয়া খুবই কষ্টকর। ফ্রান্সে এখনো রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়া গেলেও সহজে বৈধ কাগজপত্র পাওয়া কষ্টকর। বহু বাংলাদেশী তরুণ বৈধ কাগজপত্র পাওয়ার আশায় দিনের পর দিন ফ্রান্সে অবস্থান করছেন। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে কোনো সহযোগিতা পাওয়া যায় না। বিদেশীদের জন্য দিন দিন ফরাসি আইন কঠোর থেকে কঠোরতর হতে চলছে। এ অবস্থায় ফ্রান্সে বাংলাদেশীরা কঠিন চ্যালেঞ্জের মধ্যে জীবনযাপন করছে। ইংল্যান্ডে সম্প্রতি বোমা হামলার কারণে ফ্রান্সে বাংলাদেশীদের ভালো চোখে দেখছে না। বাংলাদেশীদের বিড়ম্বনা ও দুর্ভোগ দূর করার জন্য অবিলম্বে প্যারিসে বাংলাদেশের একটি ব্যাংকে শাখা খোলা হোক। এতে বৈধভাবে বহু রেমিট্যান্স দেশে পাঠানো সম্ভব হবে এবং দেশ উপকৃত হবে। প্যারিসে বাংলাদেশীদের কারো অভাব-অভিযোগ থাকলেও মোটামুটি তারা ভালো আছেন। প্যারিসে কখনো এলে 'আইফল টাওয়ার' দেখতে ভুলবেন না। ফ্রান্সে অবস্থিত বাংলাদেশীদের শুভেচ্ছা নিন।

মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী
১৪, রুই জুলস্ জেনিভিজি, ৯৩২০০ সেনদিনিজ, প্যারিস, ফ্রান্স

সি | ঙ্গা | পু | র

সেই রাতের কথা...

আমাদের কোম্পানি প্রতি বছরের শেষ দিকে উন্নত কোনো হোটেল ভাড়া করে শ্রমিকদের জন্য জাঁকজমকভাবে ডিনার পার্টির আয়োজন করে থাকে। এ ছাড়াও বছরের মধ্যবর্তী সময় শ্রমিক এবং শ্রমিকদের পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে প্রতিবছর করা হয় ফ্যামিলি ডে'র আয়োজন।

গত বছর থ্রি স্টার শিপে করে বেরিয়েছিলাম সমুদ্র ভ্রমণে। আর এইবার উপভোগ করেছি BBQ chalet। বিকেল ৪টায় কোম্পানির নিজস্ব তিনটি গাড়িতে চড়ে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। টানা এক ঘন্টা বাস জার্নিতে রাস্তার দু-পাশের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সৌন্দর্যকে পেছনে ফেলে অবশেষে আমাদের নির্দিষ্ট গন্তব্য Loyang 'Sea view' বাংলোতে উপস্থিত হলাম। সমুদ্র তীরে অবস্থিত সুন্দর বাংলো দুটি তিন মাস আগেই কোম্পানি বুকিং করে রেখেছিল। বাংলোর ভিতরে প্রবেশ করে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সব দৃশ্য দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম।

ভেতরে রঙ বেরঙের বিভিন্ন গাছ, সুইমিংপুল, বাচ্চাদের প্লে-গ্রাউন্ডসহ বিভিন্ন মনমাতানো দৃশ্য দেখে সবাই ছুটোছুটি ফটোসেশনে। সুপারভাইজার Low Ee Leon তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে নেমে গেলো গভীর সাগরের লোনা জলে। কেউ সাগরের বালুকণায় বসে ক্যামেরায় নিজেকে বন্দি করছে। কেউ বা সাগরের সৌন্দর্য ও গভীরতা অনুভব করছে, ছোট বাচ্চারা শামুক, ঝিনুক কুড়ানোর এক অজানা আনন্দে মগ্ন। প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। হঠাৎ লাল সূর্যটা চাঁদকে জাগ্রত করে নিজে অস্ত গেল। আর তখনই বাংলোর মাঠের স্টেজ থেকে দুলাল মাহমুদের কণ্ঠে ভেসে এলো ভালোবাসার গান। আর গান শুনেই প্রত্যেকে ব্যস্ততা কমিয়ে ছুটে এসে আসন গ্রহণ করল স্টেজের সামনে নিজস্ব সিটে। তারপর আমাদের কোম্পানির চেয়ারম্যান Michaeloxborrow অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একটি ইংরেজি গান পরিবেশন করেন। পরে যে যার মতো করে ইংলিশ, হিন্দি, মালয় ও চাইনিজ গান পরিবেশন করে।

পাশাপাশি শুরু হয়েছে খাবার পর্ব। খাবারের ধরনটি ছিল বুফে। অর্থাৎ অনেক আইটেমের খাবার থেকে পছন্দ মতো নিয়ে নিয়ে খাবে। সংগীত পর্বের পর শুরু হলো বাচ্চাদের গেমস এবং ম্যাজিক। ম্যাজিক ছোটদের জন্য হলেও আমরা বড়রাও খুব

সারারাত চলেছে আনন্দ-উৎসব

মনোযোগের সঙ্গে উপভোগ করেছিলাম।

এভাবেই ঘড়িতে রাত ১১টার ঘন্টা বাজল। তারপর শুরু হলো BBQ পর্ব। কয়লার আগুনে যার যার পছন্দনীয় খাবার পুড়িয়ে খাবে। BBQ খাবার পর্বে ছিল বিফ, মাটন, চিকেন, প্রন, ফিস বলসহ আরো অনেক আইটেম। রাত গভীর হতেই সিঙ্গাপুরিয়ানরা অনেকে বিদায় নিয়ে বাসায় চলে গেল। বাঙালি এবং চায়নিজরা পুরো রাতটাকে উপভোগ করার জন্য রয়ে গেলাম।

রাত গভীর হতেই কেউ কেউ দল বেঁধে তাস খেলায় মগ্ন হলো। কয়েকজন প্রকৃতিপ্রেমিক রাতের প্রাকৃতিক দৃশ্য, কেউ বা গল্পের আড্ডায় রাত পার করল। শেষ প্রহরে অনেকে ঘুমের তাড়নায় বিছানায় শুয়ে পড়ল।

সকাল বেলা সুইমিংপুলে ঝাঁপাঝাঁপি করে গোসলের পর ক্ষুধা অনুভব হতেই বন্ধু সজল ও শামীম মাইক্রোওভেনের চমৎকার নাস্তা পরিবেশন করলো। সকাল ১০.৩০টায় আমরা Seaview'র আনন্দময় সেই রাতের স্মৃতিকে পুঁজি করে পাতাল ট্রেনে (MRT) চড়ে আনন্দ করতে করতে বাসায় চলে এলাম।

Jahangir Alam Jahid
Acp Metafinishing
Singapore

নি | উ | ই | য় | র্ক

স্বপ্নের শহর

ইউনিয়ন স্কোয়ার পার্কের পাশে কালো ব্রোঞ্জের লাঠি হাতে এক কাপড় পরনে এবং গায়ে এক বৃদ্ধের মূর্তি আছে তিনি মহাত্মা গান্ধী। কেউ সেটিকে তুলে ফেলে দেয়নি বা অপমান-কটাক্ষ করেনি। এ দেশের নিজস্ব ইতিহাসের সঙ্গে ভিন দেশের ইতিহাসও উঠে আসে তাতে। যদিও ভারতীয়রা এটির নির্মাতা, তবুও সেটা বিষয়বস্তু নয়। আমরা তো সুফিয়া কামালের নাম মুছে ফেলি- সূর্যসেন সন্ত্রাসী, আর প্রীতিলতা ভিন জাতীয় মেয়ে মানুষ। যা বলছিলাম এই ইউনিয়ন স্কোয়ার পার্কে দেখবেন এক শ্রেণীর তরুণ, তারা ত্যাগী, বোদ্ধা অন্যায়ের প্রতিবাদকারী ব্যানার হাতে প্যাট্রিয়ট আইনের নৃশংসতাকে বিরোধিতা করছে। ডিক চেনী বুশকে বড় সন্ত্রাসী বলছে, তেলের জন্য যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের কারণ প্রচার করছে, জনমত গড়ছে। যদিও ভোগবিলাস, নিজস্ব স্বার্থ এ দেশের বেশির ভাগ লোককে তাড়িত করে, তবুও প্রতিবাদ হয় তা সামান্য হোক না কেন। এখানে বিবেকী লোক থাকে। আর তরুণরাই সেটার বাহক। আমাদের তরুণরা এখন সর্বনাশা আত্মকেন্দ্রিকতায় দগ্ধ। গ্লোবাল ভিলেজের সহযাত্রী। বাড়ছে তাই নৃশংসতা। সন্ত্রাস অর্থবৈভবের জন্য অতি সহজ পথ। ব্যাকডেটেড থাকতে চায় না তারা। নিউইয়র্কে বাঙালিরা অল্প বিস্তর হলেও ভালো আছে দেশের থেকে। যদিও দেশের দলাদলি, নিজস্ব কোন্দল, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা সঙ্গে করে এনেছে এখানে, সেটা বাস্তবতার কঠিন ধাঁচে পরিস্থিতির চাপে আরো বহুগুণে বিস্তার পেয়েছে। এখানে আছে প্রচুর সংগঠন, প্রচুর সাংস্কৃতিক স্কুল, পুরস্কার প্রচারণার নব নব অনুষ্ঠান। সবই পয়সা কড়ির কামাইয়ের ধান্ধা। শুরুটা আমাদের ভালো হলে শেষটা থাকে না। ভালোর জন্যই তো বেঁচে থাকা। ভালো স্বপ্ন দেখাই তো ভালো। এ বিশ্বাসে আজ আপাতত থাক।

এই শহর সবার জন্য

সৈয়দ হায়দার আলী
32-48-30th street, Apt# A2, Astoria Ny-11106, USA